মাসিক বুলেটিন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যা ঃ ১০৭ | বর্ষঃ ১৩ | জানুয়ারি-২০১৮

তৃতীয় ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

০৭ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের নিয়ে ৩য় ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমন্বয় সভায় পরিদর্শক, সহকারী পরিচালক, উপ-পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রথমবারের মত পরিদর্শকগণ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ। সভায় অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব সঞ্জয় কুমার চৌধুরী, পরিচালক (অপারেশন ও গোয়েন্দা), জনাব সৈয়দ তৌফিক উদ্দীন আহমেদ এবং পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) জনাব মোঃ মফিদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সমন্বয় সভায় বক্তব্য প্রদান করেন অধিদপ্তরের মাহাপরিচালক জনাব জামার উদ্দিন আহমেদ

উক্ত সভায় মহাপরিচালক মহোদয় উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাফল্য ও ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে আপনাদের ওপর। আপনারা যদি ভাল কাজ করেন তাহলে অধিদপ্তরের সুনাম, সুখ্যাতি বৃদ্ধি পাবে। সমন্বয় সভায় প্রথমবারের মত অংশগ্রহণকারী পরিদর্শকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "অধিদপ্তরের স্বার্থে আপনাদেরকে নিরলসভাবে কাজ করতে হবে। আপনাদের কাজের ওপরই অধিদপ্তরের অধিকংশ সফলতা নির্ভর করছে"। সভায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।।

২৩ তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশে মাদকাসক্তি রোগের চিকিৎসার মান উন্নয়নের জন্য কলম্বো প্লানের Universal Treatment Curriculum অনুসরণে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও রিকভারি এডিক্ট এবং সমাজসেবকদেরকে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় মাস্টার ট্রেইনার দ্বারা ফিজিওলজি ও ফার্মাকোলজি কারিক্যুলাম এবং কনটিনিউয়াম অব কেয়ার বিষয়ের ওপর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ২৩ তারিখ ২২তম ব্যাচে ৫ ডিসেম্বর ২০১৭ হতে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ১০ (দশ) দিনব্যাপী ইকো প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

৫ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে মহাপরিচালক মহোদয় ২৩ তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিং উদ্বোধন করেন

উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব জামাল উদ্দীন আহমেদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব সঞ্জয় কুমার চৌধুরী এবং চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখার পরিচালক জনাব মোঃ মফিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের চীফ কনসালটেন্ট ডা. সৈয়দ ইমামুল হোসেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, যারা ইতোমধ্যে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছেন তাদেরকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই।

২৩ তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিং এ অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের

এ প্রশিক্ষণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরাধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ১৮৪ টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মধ্য থেকে ১৭ জন মালিক বা পরিচালক অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) থেকে ৬ জন ট্রেইনি, ৪ জন এডুকেটর/ প্রোগ্রামার এবং ৩ জন কাউন্সেলরসহ মোট ৩০ জন অংশ গ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন

১৪ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে মহাপরিচালক মহোদয় ২৩ তম ব্যাচের ইকো প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন

অপারেশনাল কার্যক্রম

আইন-আদালত (ডিসেম্বর-২০১৭)

উপ-অঞ্চল/ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ভিত্তিক ডিসেম্বর-২০১৭ মাসের মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের নাম	ডিসেম্বর-২০১৭					
	নিয়মিত		মোবাইল কোর্ট			
	মামলা	আসামী	মামলা	আসামী	মোট মামলা	মোট আসামী
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঢাকা	১৭৭	২০৪	১৮৯	১৮৯	৩৬৬	৩৯৩
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চট্টগ্রাম	৮৮	৯৬	১২৪	১২৫	২১২	২২১
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, খুলনা	৭৮	৮৯	৩৫	৩৫	১১৩	১২৪
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাজশাহী	১২২	১৪৬	৯২	৯২	২১৪	২৩৮
গোয়েন্দা শাখা	৩৬	৪৯	৪	৪	৪০	৫৩
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সিলেট	২৮	২৯	০	০	২৮	২৯
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বরিশাল	১৮	১৮	৮	৮	২৬	২৬
মোট	৫৪৭	৬৩১	৪৫২	৪৫৩	৯৯৯	১০৮৪

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাসিক বুলেটিন

উপদেষ্টা : মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ
মহাপরিচালক

সম্পাদক : সৈয়দ তৌফিক উদ্দিন আহমেদ
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)

সহ-সম্পাদক : মোহাম্মদ রুহুল আমিন
সহকারী পরিচালক (গ: ও প্র:)

সংখ্যা : ১০৭
বর্ষ : ১৩
জানুয়ারি : ২০১৮

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মামলা, আসামী, উদ্ধারকৃত অবৈধ মাদকদ্রব্য ও এর আনুমানিক মূল্যের পরিসংখ্যান: ডিসেম্বর/ ২০১৭

উদ্ধারকৃত আলামত	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	আলামতের পরিমাণ	
হেরোইন	৪৮	৫৫	০.৬৯	কেজি
পচুই	৫	৫	২২০	লিটার
গাঁজা	৪৭৯	৪৯৫	৩২৫.৮৯৫	কেজি
অবৈধ চোলাই মদ	৭০	৭৩	৯৮৯	লিটার
বিদেশী মদ	৯	১১	১০১২	বোতল
বিদেশী মদ	৫	৫	১০	লিটার
দেশী মদ	৮	৮	৪৪	লিটার
ফার্মেন্টেড ওয়াশ (জাওয়া)	৬	৬	১১০৪০	লিটার
বিয়ার	২	২	২০৪৫	বোতল
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৩	৪	৭.৬৭	লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	১৬	১৫	৫৬৪	লিটার
কোডিনের মিশ্রণ (ফেন্সিডিল)	৪৮	৫৯	৩২৭৯	বোতল
তাড়ী (টোডি)	১১	১১	১১১.২	লিটার
লুপিজেসিক ইঞ্জেকশন	৬	৬	৩৫৩	এ্যাম্পুল
ইয়াবা টেবলেট	২৬৯	৩১৫	১৩৭৯৩৩	পিস
নগদ অর্থ	০	০	৪৮৫৬৭৯	টাকা
মোবাইল সেট	০	০	২৫	টি
এনার্জি ডিংকস (ইত্যাদি)	৭	৭	৮৬০	বোতল
মোটর সাইকেল	০	০	১	টি
ঘুমের (ট্যাবলেট)	২	২	২০০	টি
প্রাইভেট কার	০	০	৫	টি
সিএনজি	০	০	৩	টি
বাইসাইকেল	০	০	১	টি
স্বর্ণালঙ্কার	১	১	১৫০	ভরি
মোট ঃ	৯৯৫	১০৮০		

২১৬ বোতল বিদেশী মদ ও ১৬৮ ক্যান বিয়ারসহ আটক ১

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় জব্দকৃত আলামত পরিদর্শন করছেন

বিদেশী মদ ও বিয়ারসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ঢাকা মেট্রোঃ উপঅঞ্চলের একটি বিশেষ টিম। আটককৃত ব্যক্তির নাম দুলাল হোসেন ভুঁইয়া (৫০)। তার বাড়ী কুমিল্লার লাকসাম থানার ছোট বাউরতলা গ্রামে। পিতার নাম আজিজুল্লা ভূঁইয়া। ১২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে গোপন সংবাদে ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম মগবাজার চৌরাস্তা এলাকায় একটি প্রাইভেট কার (নং-গ-৮৩৬৩) তল্লাশী করে। তল্লাশীকালে গাড়ীর ভিতর থেকে বিভিন্ন ব্যান্ডের ২১৬ বোতল বিদেশী মদ ও ১৬৮ ক্যান বিয়ার জব্দ করা হয় এবং ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নগদ ৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ও ২টি মোবাইল সেট উদ্ধার করা হয়।

জব্দকৃত আলামতসহ আটককৃত ব্যক্তি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের সহকারী পরিচালক (উত্তর) জনাব মোহাম্মদ খোরশিদ আলম জানান, গ্রেফতারকৃত আসামী ১জন তালিকাভূক্ত শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী। সে দীর্ঘদিন যাবৎ মাদক ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত। ইতোপূর্বেও তাকে ৩ হাজার ক্যান বিয়ার, ১টি অত্যাধুনিক জীপ ও প্রাইভেটকারসহ আটক করা হয়েছিল।

পরবর্তীতে জামিনে মুক্তি পেয়ে সে পুনরায় মাদক ব্যবসা শুরু করে। তার সাথে সংশ্লিষ্ট মাদক সিন্ডিকেটের অন্যান্যদেরকে গ্রেফতার করার চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে রমনা সার্কেলের উপ-পরিদর্শক জনাব মোশারফ হোসেন বাদী হয়ে রমনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ১টি নিয়মিত মামলা দায়ের করেন।

রাজধানীর কুড়িলে ইয়াবা সম্রাট আটক

আটককৃত ইয়াবা সম্রাট

রাজধানীর কুড়িলে কুইন মেরী কলেজের ছদ্মবরণে মাদক ব্যবসা করে ইয়াবা সম্রাট হিসেবে পরিচিত শাহ জামালের ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন মাননীয় আদালত। শাহ জামালকে ২ ডিসেম্বর রাতে সাড়ে ৬ হাজার পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতার করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো উপঅঞ্চল।

কলেজের অন্তরালে ভয়াল মাদক ব্যবসা পরিচালনাকারী শাহ জামালকে ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে ৪ ডিসেম্বর ২০১৭ আবেদন করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। রিমান্ডের শুনানীর জন্য ৬ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ নির্ধারণ করেন আদালত। নির্ধারিত দিনে শুনানী শেষে আদালত ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। উল্লেখ্য, প্রায় ৭-৮ বছর ধরে কুইন মেরী কলেজের মালিকের পরিচয়ের অন্তরালে মাদক ব্যবসা করে ৩৭ বছর বয়সী শাহ জামাল একাধিক ফাটসহ শত কোটি টাকার মালিক হয়েছে।

মাদক ব্যবসার জন্য নানান রকমের ছদ্মবরণ ধারণ করা হয়। এ ধারায় শাহ জামাল সেজেছিলো শিক্ষার বিস্তারের নায়ক। কিন্তু আসলে সে হচ্ছে মাদক ব্যবসার খল নায়ক। শিক্ষা অনুরাগির পরিচয়কে ব্যবহার করে মাদক ব্যবসার পাশাপাশি সরকারের ক্ষমতাধর ব্যক্তি এবং সমাজের বিশিষ্টজনদের সঙ্গে শাহ জামাল সম্পর্ক গড়ে তোলে। কথিত কলেজের ওয়েবসাইটে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে মাদক ব্যবসায়ী শাহ জামালের ছবি আছে।

এদিকে ১টি সূত্র জানায়, মাদক ব্যবসায়ী শাহ জামালের অপকর্ম টের পেয়ে খোকনচন্দ্র সরকার কুইন মেরি কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপালের চাকুরী ছেড়ে যান বছর খানেক আগে। এর পর ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপালের পদে আসেন মোঃ কামরুল ইসলাম। এর আগে তিনি উত্তরার মাইল স্টোন কলেজে গণিতের শিক্ষক ছিলেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ১ কর্মকর্তা চরম হতাশা প্রকাশ করে বলেন, ভয়াল মাদক ব্যবসায়ী জামালের ক্ষমতার দাপট আমরা ৪ দিনের মধ্যেই খুব টের পাচ্ছি।

চট্টগ্রামে হেরোইন ও ইয়াবাসহ ৩ নারী গ্রেফতার

হেরোইন ও ইয়াবাসহ আটক ৩

চট্টগ্রাম নগরীর বরিশাল কলোনি থেকে অভিযান চালিয়ে ৩০০ গ্রাম হেরোইন ও ৭ হাজার পিস ইয়াবাসহ ৩ নারীকে গ্রেফতার করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রো উপঅঞ্চল। ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ সকাল ৮টায় তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রো উপঅঞ্চলের উপপরিচালক জনাব শামীম আহমেদ এ তথ্য জানিয়েছেন।

গ্রেফতারকৃত ৩ নারী হলেন- মনোয়ারা (৪৮), শিরিন (৪০) ও রাশেদা (৫০)।

উপপরিচালক শামীম আহমেদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা আজ সকালে বরিশাল কলোনিতে অভিযান পরিচালনা করি। অভিযানে হেরোইন ও ইয়াবাসহ ৩ নারীকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে সদরঘাট থানা পৃথক ২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, গ্রেফতারকৃত ৩ নারী মাদক পাচার চক্রের সদস্য এবং দীর্ঘদিন ধরে তারা বরিশাল কলোনির মাদক ব্যবসায়ী ইউসুফের সঙ্গে ইয়াবা ব্যবসায় করে আসছে।

রাজধানীতে বিপুল পরিমাণ মদ, বিয়ার এবং প্রাইভেট কারসহ আটক ১

২৪ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা গোয়েন্দা কার্যালয়ের সদস্যগণ ৫০ বোতল বিদেশী মদ, ৭২ ক্যান বিয়ার এবং ১টি প্রাইভেট কারসহ ১ জনকে আটক করেন।

রাজধানীর গেন্ডারিয়া এলাকা হতে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিলসহ আটক ৩

১১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা গোয়েন্দা কার্যালয়ের সদস্যগণ রাজধানীর গেন্ডারিয়া থেকে ৩০০ বোতল ফেসিডিলসহ ৩জন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেন।

২৭ কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ কানা মুনির আটক

ভারতীয় গাঁজাসহ আটক ১

২৭ কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ কুখ্যাত মাদক বিক্রেতা মোঃ মুনির ওরফে কানা মুনিরকে (৩১) আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

৪ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ সকাল সাড়ে ৯ টায় নগরীর চকবাজার কাঁচাবাজার এলাকায় সৈয়দ মিয়ার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে মুনিরকে আটক করা হয়েছে।

সৈয়দ মিয়ার বাড়িতে ভাড়া থাকেন মুনির। তার বসতঘরের মাটি খুঁড়ে ১৫ কেজি এবং ঘরের ভেতরে বিভিন্ন স্থানে লুকানো অবস্থায় আরো ১২ কেজি গাঁজা উদ্ধারের কথা জানিয়েছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রো উপঅঞ্চলের উপপরিচালক জনাব শামীম আহম্মদ।

ভারত থেকে সীমান্ত দিয়ে পাচার হয়ে আসা গাঁজাগুলো মজুদ করেছিল মুনির। সে খুচরা বিক্রেতা এবং সেবনকারীদের মধ্যে গাঁজা সরবরাহ করে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তার ঘরে অভিযান চালিয়ে গাঁজাগুলো উদ্ধার করা হয়।

আটক মুনিরের বিরুদ্ধে অধিদপ্তরের কোতয়ালী সার্কেলের পরিদর্শক এস এম শামসুল কবির বাদি হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন।

চট্টগ্রামে পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে মদ ও ইয়াবা জব্দ, গ্রেফতার ৮

চট্টগ্রামে মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে মদ ও ইয়াবাসহ ৮ মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। ৮-১২-২০১৭ তারিখ শুক্রবার রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয়।

মদ ও ইয়াবা জব্দসহ আটক ৮

অভিযানে ৫৮৫০ পিস ইয়াবা ও ১১৫ লিটার পাহাড়ি মদ জব্দ করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের নগরীর চান্দগাঁও, বাকলিয়া ও কোতোয়ালি থানায় সোপর্দ করে প্রতিটি থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক মামলা দায়ের করা হয় বলে জানান মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক চট্টগ্রাম (গোয়েন্দা) জনাব জিল্লুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার রাত ১১টায় নগরীর কোতোয়ালি থানার ফিরিঙ্গি বাজার এলাকা থেকে ২৩৫০ পিস ইয়াবাসহ আবুল হাশেম (২০) ও আতাউল্লাহ (১৮) নামে ২ মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়।

রাত ১২ টার দিকে পৃথক অভিযানে ফিরিঙ্গা বাজার ঘাট এলাকা থেকে ১ হাজার ইয়াবাসহ আরও ২জনকে গ্রেফতার করা হয়। এরা হলেন মোঃ ফিরোজ (২৭) ও জাহাঙ্গির আলম (২৪)। এরা চারজনই কক্সবাজার জেলার টেকনাফ থেকে ইয়াবাগুলো নিয়ে চট্টগ্রাম মহানগরীতে আসেন। তাদের বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এছাড়া শনিবার ভোর ৫টায় নগরীর বাকলিয়া থানার বশরুজ্জামান চত্বর থেকে ২৫০০ পিস ইয়াবাসহ ২জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরা হলেন রশিদা বেগম (৩৬) ও মোঃ শফিক (৩৬)। এরা দুজনই রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের বাসিন্দা। তাদের বিরুদ্ধে বাকলিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

শনিবার সকাল সাড়ে ৬টায় বিশেষ অভিযানে নগরীর চান্দগাঁও থানার কুয়াইশ বুড়িশ্চর এলাকায় চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার চন্দ্রঘোনা থেকে আসা একটি সিএনজি অটোরিকশায় তল্লাশি চালিয়ে ১১৫ লিটার পাহাড়ি চোলাই মদ জব্দ করা হয়।

মদ পাচারে জড়িত মোঃ হাশেম (৩২) ও তার এক সহযোগীকে গ্রেফতার করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মেট্রো টিম। এদের বিরুদ্ধে চান্দগাঁও থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়।

চট্টগ্রামে ইয়াবাসহ রোহিঙ্গা যুবক গ্রেফতার

ইয়াবাসহ রোহিঙ্গা যুবক গ্রেফতার

মিয়ানমারে সহিংসতার শিকার হয়ে পালিয়ে আসা ১ রোহিঙ্গা যুবককে ২ হাজার পিস ইয়বাসহ গ্রেফতার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। এছাড়াও ৩২০০ পিস ইয়াবাসহ নগরীর মাদকসম্রাট খোকনকে (৪২) গ্রেফতার করেছে অধিদপ্তর।

১১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ দিনের বিভিন্ন সময় পৃথকভাবে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রো উপঅঞ্চলের উপপরিচালক জনাব শামীম আহমেদ জানান, দুপুর আড়াইটার দিকে নগরীর জুবিলি রোড থেকে ইউনূসকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রোহিঙ্গা যুবক ইউনূস (২২) সম্প্রতি কক্সবাজারের টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। টেকনাফের মোচনী রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাস করে আসছিলেন ইউনূস। এর মধ্যে তিনি ইয়াবা পাচারে জড়িয়ে পড়েন।

এর আগে ভোরে নগরীর এনায়েতবাজার তুলাতুলী থেকে মাদক সম্রাট খোকনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার স্ত্রী আকলিমাও একজন শীর্ষ মাদক বিক্রেতা বলে বলে জানিয়েছেন অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব শামীম আহমেদ।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও প্রচারাভিযান
নিরোধ শিক্ষা অধিশাখার কার্যক্রম

ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত সময়ে সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনসংক্রান্ত পরিসংখ্যান ঃ

বিভাগের নাম	বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়নি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠনের শতকরা হার
ঢাকা	৭৪৮৮	৫০২৫	২৪৬৩	৬৭.১০%
চট্টগ্রাম	৪৭০৮	৪৪০৩	৩০৫	৯৩.৫২%
রাজশাহী	১০১৭০	৮৯৫৮	১২১২	৮৮.০৮%
খুলনা	৪৪৮৭	৩৮৫৭	৬৩০	৮৫.৯৫%
বরিশাল	৪০২৯	২৩৩২	১৬৯৭	৫৭.৮৮%
সিলেট	১১৭৫	১১৭৫	-	১০০%
মোট	৩২০৫৭	২৫৭৫০	৬৩০৭	৮০.৩২%

কমিটি গঠন সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশি কমিটি গঠিত হয়েছে সিলেট বিভাগে (১০০%) এবং সবচেয়ে কম কমিটি গঠিত হয়েছে বরিশাল বিভাগে (৫৭.৮৮%)।

ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত সময়ে সারা দেশে বিভিন্ন মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান সংক্রান্ত মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের তথ্যঃ

বিভাগীয় কার্যালয়ের নাম	মাদকবিরোধী সভা/সেমিনার/ ওয়ার্কশপ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক মাদকবিরোধী আলোচনা সভা/ বক্তৃতা	মোট
ঢাকা	৬৮	৬৪	১৩২
চট্টগ্রাম	৬০	৫১	১১১
রাজশাহী	৪০	১২৪	১৬৪
খুলনা	৫০	৩২	৮২
বরিশাল	১৫	২৪	৩৯
সিলেট	১৫	৯৬	১১১
মোটঃ	২৪৮	৩৯১	৬৩৯

মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম

ডিসেম্বর/২০১৭ মাসে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী যেসব কর্মসূচি পালন করা হয়, তার কিছু সংবাদচিত্র :

১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিজয়স্তম্ভে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জের শ্রদ্ধাঞ্জলি

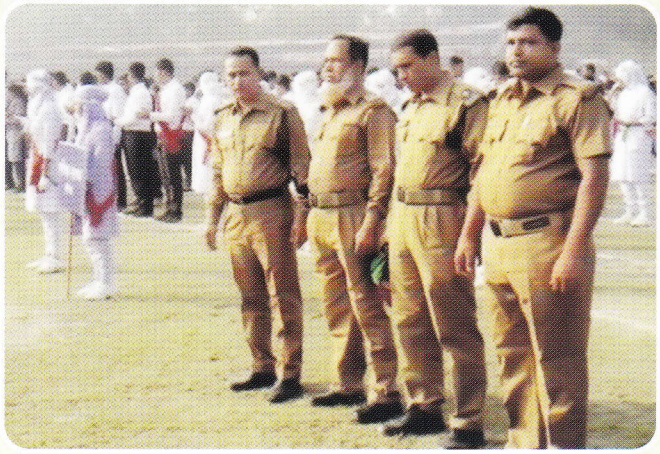

১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠানে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

১২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় মাগুড়ার উদ্যোগে মাদকবিরোধী সাংস্কৃতিক সপ্তাহ পালিত হয়

১১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ফরিদপুর মুসলিম মিশন কলেজে মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা কর্মকর্তাগণ বক্তব্য প্রদান করেন

২৪ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় মাগুড়ার উদ্যোগে মাদকবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিজয় লাভ করে মাগুরা সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়

০৫ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে আচমত আলীখান স্টেডিয়াম, মাদারীপুরে মাদকবিরোধী ফুটবল টুর্ণামেন্ট, ডিএনসি কাপ-২০১৭ অনুষ্ঠিত

প্রশাসন অধিশাখার কার্যক্রম

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রিকারসর কেমিক্যালস ও সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স এবং মাদকদ্রব্য আমদানি, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজতকরণ, খুচরা বিক্রয় এবং ব্যবহারের লাইসেন্স ফি থেকেও রাজস্ব আদায় করা হয়। অধিদপ্তরের বিভিন্ন অঞ্চল হতে ডিসেম্বর' ২০১৭ এবং ডিসেম্বর' ২০১৬ মাসের আদায়কৃত রাজস্বের তুলনামুলক বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	অঞ্চলের নাম	ডিসেম্বর' ২০১৭	ডিসেম্বর' ২০১৬
১	ঢাকা অঞ্চল	৯১৮৪৯০৩	৯৫৬৮১২৮
২	সিলেট অঞ্চল	৩৩২৮৯৫৬	৩৮৬৬৩২৮
৩	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৩১১৩৬২৪	৩৩৮১৫৯০
৪	খুলনা অঞ্চল	৩৩৩৭৩৬২৯	২৮৪৬৮৮৮৬
৫	বরিশাল অঞ্চল	৫৭৮৩৯০	৩৪৬৯২০
৬	রাজশাহী অঞ্চল	৮৫২২২১৪	৮০৪৫৬৪০
	মাদকশুল্ক আদায়	৫৮১০১৭১৬	৫৩৬৭৭৪৯২
	মাদকশুল্ক ব্যতিত অন্যান্য খাত থেকে আদায়কৃত রাজস্ব	৯৫১৯২	০
	সর্বমোট	**৫৮১৯৬৯০৮**	**৫৩৬৭৭৪৯২**

অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুরঃ

নাম/পদবী/কর্মস্থল	সময়সীমা
জনাব মোঃ নবাব আলী, কুড়িগ্রাম জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ে কর্মরত সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	২২/০৯/২০১৭ - ২১/০৯/২০১৮
জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় যশোরের বেনাপোল স্থল বন্দরের পরিদর্শক (ভারপ্রাপ্ত)	০৯/১২/২০১৭ - ০৮/১২/২০১৮
জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় জামালপুরের উপ-পরিদর্শক	৩১/১২/২০১৭ - ৩০/১২/২০১৮
জনাব মোঃ আয়াত আলী ঢাকা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের উপ-পরিদর্শক	১১/১১/২০১৭ - ১০/১১/২০১৮

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অর্থ শাখা)

রোহিঙ্গা সমস্যা ও মাদকাসক্তি ঃ বর্তমান প্রেক্ষাপট

অধ্যাপক
ড. অরূপ রতন চৌধুরী

(পূর্বে প্রকাশের পর)

বর্তমান পরিস্থিতি

বর্তমানে মাদকাসক্তদের কোনো পরিসংখ্যান না থাকলেও বেসরকারিভাবে দেশে প্রায় ৭০ লাখের বেশি মাদকাসক্ত রয়েছে এবং মাদকসেবীদের মধ্যে ৮০ শতাংশই যুবক, তাদের ৪৩ শতাংশ বেকার। ৫০ শতাংশ অপরাধের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। কিছুদিন আগেও যারা ফেনসিডিলে আসক্ত ছিলো তাদের অধিকাংশই এখন ইয়াবা আসক্ত। সম্প্রতি ইয়াবা আমাদের দেশের তরুণ যুবসমাজকে গ্রাস করেছে। প্রতিদিন যেমন ইয়াবা ধরা হচ্ছে তেমনি প্রতিদিন হাজার হাজার পিস ইয়াবা তরুণরা গ্রহণ করছে।

ইয়াবা ক্ষতিকর ঃ ইয়াবা নামক মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তি ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। বর্তমানে এই প্রভাব অতটা বোঝা না গেলেও সুদূরপ্রসারী অনেক প্রভাব রয়েছে। প্রাথমিক স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। একটি সময় ছিলো যখন সমাজের বিত্তশালী পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এর আসক্তি ছিলো, কিন্তু বর্তমানে তা ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র। ইয়াবা একটি মাদকই শুধু নয় এটি একটি ক্ষতিকর দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজক বিষাক্ত ট্যাবলেট। তাই ইয়াবা সম্পর্কে আমাদের সন্তানদের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণা মাদক ব্যবসায়ীরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা হলো এটি গ্রহণ করলে শরীরে অনেক বল আসে, রাত জেগে পড়া যায়, দুর্বলতা কেটে যায়। কিন্তু আসলে তা সবই মিথ্যে, বরং নিয়মিত ইয়াবা সেবনে মস্তিষ্কের কর্মদক্ষতা কমে যায় এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়, যা বুঝতে অনেক সময় লেগে যায়। তখন হয়ত আর রক্ষা করার উপায় কোনো উপায় থাকেনা। এটি গ্রহণ করল যুবসমাজ তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হারিয়ে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হবে যা থেকে তাদেরকে ফেরানো কঠিন হয়ে যাবে।

নারী মাদকাসক্ত

আমাদের দেশে মহিলাদের মধ্যেও মাদকাসক্তের সংখ্যা বাড়ছে। ইয়াবার নেশায় মেয়েরা মোটেও পিছিয়ে নেই। ইয়াবা দিয়ে নেশার জগতে প্রবেশের পর ইয়াবা আসক্তরা এখন অন্যান্য নেশাতেও জড়িয়ে পড়েছে। এটা উদ্বেগের কারণ। নারী আসক্তদের ৯০ ভাগের বয়স ১৫-৩৫ বছরের মধ্যে। বাদবাকি ৩৫-৪৫ বছরের মধ্যে। মাদকাসক্তদের মধ্যে শতকরা পাঁচজন নারী। তাদের মধ্যে ছাত্রী, গৃহিণী, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী রয়েছেন। একটি জাতীয় দৈনিকের রিপোর্টে বলা হয়, ঢাকা শহরের নামীদামী মহিলা কলেজসহ বিভিন্ন কলেজের প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক ছাত্রী মাদকাসক্ত। এক পরিসংখ্যানে দেশে শতকরা প্রায় ১০ জন তরুণী ও বয়স্ক মহিলা মাদকাসক্ত, এদের মধ্যে শতকরা ৩ জন গৃহবধূ। এক জরিপে বলা হয় ১৫ বৎসরের নীচে ছাত্র/ছাত্রীদের শতকরা ১৫% এবং ১৫-৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যে শতকরা ৮২% ভাগই মাদকাসক্ত ।

মাদকাসক্তদের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমক : তিন মাসে ৯৭ রোহিঙ্গা এইচআইভি শনাক্ত

জাতিসংঘের এইচআইভি/এইডস বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইউএন এইডস তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমিত মানুষ ১২ হাজার। তাঁদের মধ্যে ৮৪ শতাংশ বা ১০ হাজার ৮০ জন এইডসের ওষুধ (এআরভি বা অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল) পাচ্ছেন না। তবে যে অল্পসংখ্যক মানুষ ওষুধ পাচ্ছেন, নির্ণয় যন্ত্রের অভাবে তাঁরা রক্তে ভাইরাসের উপস্থিতি মাত্রা সম্পর্কে জানতে পারছেন না।

রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে ঢোকা শুরু হওয়ার এক মাস পর ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬ (ছয়জন) এইচআইভি পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছে। এক মাস পর ৩০ অক্টোবর সংখ্যাটি দাঁড়ায় ৫৯ জনে এবং ১২ অক্টোবর পর্যন্ত ১৯ জন রোহিঙ্গা এইডস রোগী পাওয়া গেছে যাদের মধ্যে ১১ জন নারী ও ৮ জন পুরুষ। ইতিমধ্যে টেকনাফ ও উখিয়ার

বিভিন্ন শিবিরে অবস্থান করা রোহিঙ্গাদের মধ্যে ১৩৮ জন এইচআইভি পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ অবস্থায় দেশে এইডসের ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমতাবস্থায় রোহিঙ্গা রোগীদের মাধ্যমে এইডস রোগ আরও ছড়ানোর সম্ভাবনা অমূলক নয়। তাই রোহিঙ্গাদের মধ্যে যারা এইচআইভি আক্রান্ত তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে আলাদাভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। একথা অস্বীকার করার উপায় নাই এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি ধীরে ধীরে মরণব্যাধি এইডসের দিকে ঝুঁকতে থাকেন।

মাদকাসক্ত পথশিশু

পথশিশুদের নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠন জানায়, মাদকাসক্ত ৮০ শতাংশ পথশিশু মাত্র ৭ বছরের মধ্যে অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি জরিপের হিসেব অনুযায়ী, মাদকাসক্ত শিশুদের ড্রাগ গ্রহণ ও বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত ৪৪ শতাংশ পথশিশু, পিকেটিংয়ে জড়িত ৩৫ শতাংশ, ছিনতাইয়ে ১২ শতাংশ, মানবপাচার সহায়তা কাজে ১১ শতাংশ, দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীদের সহায়তাকারী হিসেবে ৫ শতাংশ ও অন্যান্য ভ্রাম্যমাণ অপরাধে জড়িত ২১ শতাংশ। এছাড়া বোমাবাজিসহ অন্যান্য সহিংস কর্মকাণ্ডে জড়িত ১৬ শতাংশ পথশিশু। তথ্যমতে, ঢাকা শহরে মাদকাসক্ত শিশুর প্রায় ৩০ শতাংশ ছেলে এবং ১৭ শতাংশ মেয়ে। ১০ থেকে ১৭ বছর বয়সী ছেলে ও মেয়ে শিশুরা শারীরিক ও মানসিকভাবে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

সামাজিক অবক্ষয়

কয়েক বছর ধরে পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে একটির পর একটি অমানবিক ঘটনার সাক্ষী হচ্ছে আমাদের দেশ, কারণ শুধু একটি-তা হচ্ছে মাদকাসক্তি। গত ২৩ শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার পাষণ্ড এক মাদকাসক্ত পিতার আছাড়ে প্রাণ হারিয়েছে এক বছরের শিশুপুত্র হাসানুল সরদার। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে ডুমুরিয়া উপজেলার মাগুরাঘোনা গ্রামে। পুলিশ শিশুপুত্র হত্যাকারী মাদকাসক্ত পিতা হারুনুর রশিদ সরদারকে আটক করেছে। এলাকাবাসী ও পুলিশ জানায়, হারুনুর রশিদ সরদার (৩০) এলাকায় মাদকাসক্ত হিসেবে পরিচিত। তিন বছর আগে একইভাবে মাদকাসক্ত তরুণী ঐশীর হাতে তার বাবা, মা নিহত হন। নেশাখোর সন্তানের হাতে ইতিমধ্যে ২০০ বাবা-মা খুন হয়েছেন এবং স্বামী হত্যা করেছে ২৫০ নারীকে। মাদকাসক্তির এই করুণ পরিণতি আমরা আর কত দিন দেখবো ? পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে, দিন দিন ইয়াবা আসক্তদের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে এবং আসক্ত তরুণ-তরুণীরা অধিকাংশ উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান।

বাংলাদেশ পরিস্থিতি

বর্তমানে বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের পরিসংখ্যানের কোনো তথ্য না থাকলেও বেসরকারিভাবে দেশে প্রায় ৭০ লাখের বেশি মাদকাসক্ত রয়েছে এবং মাদকসেবীদের মধ্যে ৮০ শতাংশই যুবক, তাদের ৪৩ শতাংশ বেকার। গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, শতকরা ৬০ ভাগ মাদকাসক্তরা বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যক্রম, রাহাজানি, ধর্ষণ, হত্যা, ছিনতাই, ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত। কিছুদিন আগেও যারা ফেনসিডিলে আসক্ত ছিলো তাদের অধিকাংশই এখন ইয়াবা আসক্ত। সম্প্রতি ইয়াবা আমাদের দেশের তরুণ যুব-সমাজকে গ্রাস করেছে। প্রতিদিন যেমন ইয়াবা ধরা হচ্ছে তেমনি প্রতিদিন হাজার হাজার পিস ইয়াবা তরুণরা গ্রহণ করছে। সুতরাং, অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, রোহিঙ্গা সমস্যার কারণে যেমন মাদক পাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি ভবিষ্যতে মাদকাসক্তির সংখ্যাও অধিক হারে বৃদ্ধি পাবে বিশেষ করে দেশের মেধাবী তরুণ যুবসমাজ ধ্বংসের পথে ধাবিত হবে। সুতরাং, এখন থেকেই আমরা যদি রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান না করতে পারি তবে মাদকাসক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ও মাদক পাচার রোধ করা আমাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিবে। সেই সাথে এইডস রোগের প্রাদুর্ভাব ও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধের সর্বাপেক্ষা কার্যকর উপায় হচ্ছে ঃ-

১. মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা

২. মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ করা

৩. মাদক ব্যবসার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা

৪. বেকারদের কর্মসংস্থান

৫. স্কুল কলেজে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান

৬. মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

বর্তমান রোহিঙ্গা সমস্যা ও মাদকাসক্তি থেকে উত্তরোনের জন্য আমাদের সুপারিশ হচ্ছে

১। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোহিঙ্গাদেরকে স্বদেশে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রাখা।

২। যে সব রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করছে তাদের প্রত্যেকের দেহ ও ব্যাগ তল্লাশির ব্যবস্থা করা, যাতে কেউ ইয়াবা বা অনান্য মাদকদ্রব্য অথবা অস্ত্রসহ বাংলাদেশে ঢুকতে না পারে।

৩। যে সব শরণার্থী ক্যাম্পে তাদেরকে রাখা হয়েছে সেগুলোকে নজরদারিতে রাখা, যাতে তারা কোনো অবস্থায় ক্যাম্পের বাইরে গিয়ে ইয়াবা বা মাদকদ্রব্য বিক্রি বা পাচারের কাজে যুক্ত হতে না পারে।

৪। এসব রোহিঙ্গার মধ্যে অনেকেই HIV/AIDS Ges Hepatitis B/ C Virus জনিত রোগে আক্রান্ত। সুতরাং তাদের মাধ্যমে শিরায় মাদক গ্রহণের ফলে আমাদের দেশে HIV/AIDS B/ C Virus জনিত রোগ ছড়াতে পারে। তাদেরকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ও তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং একটা হালনাগাদ তালিকা করা

৫। রোহিঙ্গাদের বেশিরভাগই Mobile NetWorking এর মাধ্যমে ইয়াবা বা অন্যান্য অপকর্মের সঙ্গে জড়িত হচ্ছে। সুতরাং তাদের শরণার্থী শিবির এলাকায় Mobile NetWorking আপাতত স্থগিত রাখা।

৬। অনেক রোহিঙ্গাই শরণার্থী শিবির থেকে বেরিয়ে ইয়াবা ব্যবসা ও অনান্য অপকর্মে জড়িয়ে যাচ্ছে, যদি কেউ তাদের সন্ধান পায় তবে যেন একটি বিশেষ নাম্বারে (যেমন ৯৯৯) ডায়াল করে প্রশাসন বা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে তার উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতে পারে।

৭। রোহিঙ্গাদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সাথে সাথে শরণার্থী শিবিরে মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান পরিচালনা করা।

৮। মাদক পাচার ও মাদকাসক্তি সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একটি বিশেষ ফোর্স গঠন করা।

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত।
ফোন: ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স: ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল: dgdncbd@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dnc.gov.com